MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.vanguardonline.info | www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র।
অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০
দাম : দশ টাকা

ভোলার গ্যাসক্ষেত্রে কূপ খননের দায়িত্ব গ্যাজপ্রমকে দেয়ার প্রতিবাদে মানববন্ধন-সমাবেশ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ বরিশাল জেলা শাখার উদ্যোগে ভোলার গ্যাস ক্ষেত্র রুশ কোম্পানি গ্যাজপ্রমকে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে ২৩ সেপ্টেম্বর '২০ নগরের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া উপেক্ষা করে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাসদের বরিশাল জেলা আহ্বায়ক ইমরান হাবিব রুমনের সভাপতিত্বে সমাবেশ সঞ্চালনা করেন সদস্যসচিব মনীষা চক্রবর্তী।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বিদেশি কোম্পানি নয়, জাতীয় সংস্থা বাপেক্সকে দিয়ে গ্যাস উত্তোলন করতে হবে এবং বরিশাল বিভাগে গ্যাসভিত্তিক কারখানা নির্মাণ করে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মার্কিন বা কানাডিয় কোম্পানির মতো কোনও দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে, ২০১৭ সালে পরিশ্রম করে জাতীয় সংস্থা বাপেক্সের দক্ষ কর্মী, বিশেষজ্ঞরা ভোলায় যে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছিলেন, ফল পাবার সময় তা বিনা দরপত্রে এবং ন্যাক্কারজনকভাবে দায়মুক্তি আইনের অধীনের রাশিয়ান কোম্পানি গ্যাজপ্রমের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। তারা বাপেক্স-এর চাইতে অধিক দক্ষতায়, কম ব্যয়ে গ্যাস উত্তোলন করতে পারে এরকম কোনো উদাহরণ নাই। বরং এর উল্টোটাই দেখা গেছে। গ্যাজপ্রমকে এর আগেও অযৌক্তিকভাবে কাজ দেয়া হয়েছে, বাপেক্সের চাইতে দ্বিগুণ অর্থ খরচ করেও তারা কাজ সমাপ্ত করতে পারেনি, বরং গ্যাসক্ষেত্র ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। এবারের চুক্তিতে বাংলাদেশের অর্থ বেশি যাবে, বেশি দামে নিজেদের গ্যাস কিনতে হবে, গ্যাসক্ষেত্রও ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, গ্যাস উত্তোলনের কাজ গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের তুলনায় সহজ এবং বাপেক্স এ কাজ দীর্ঘদিন থেকে দক্ষতার সঙ্গেই করে আসছে। অর্থাৎ বাপেক্স গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার এবং উত্তোলনের কাজে সক্ষম, তাদের আবিষ্কৃত ভোলার গ্যাস কেন বিদেশি কোম্পানিকে দিয়ে উত্তোলন করতে হবে তার কোন যুক্তি দেশবাসী খুঁজে পায় না।

নেতৃবৃন্দ বলেন, জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে বৈধতা দেবার জন্য বহুদিন থেকেই বাপেক্স-এর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে, তাদের কাজে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। এগুলো করা কারণ হচ্ছে শাসকদের ক্ষমতার খুঁটি বাঁধা আছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে। ফলে দেশের স্বার্থ নয়, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে খুশি করাই হচ্ছে শাসকদের মূল লক্ষ।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অমরা অবিলম্বে এসব জাতীয় স্বার্থবিরোধী চুক্তি বাতিল ও অপতৎপরতা বন্ধ এবং জাতীয় কমিটির প্রস্তাবিত সুলভ, স্বনির্ভর, পরিবেশবান্ধব পথে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের দাবি জানাই।